বাঙালীর বাঙালীয়ানা ও অনিশ্চয়তা

পল্লব ভট্টাচার্য

বাঙালী জনজীবনে সে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময় ছিল। কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ মহামারীর আক ার ধারণ করে গ্রামকে গ্রাম উজার করে দিতো। সেইসব রোগের প্রকোপ আজ অনেক কম। রক্তচাপজনিত রোগ বা অনিদ্রাজনিত রোগ - ই এখন জনসাধারণের প্রকৃত ভয়। পাল্টেযাওয়া জীবনযাপনের পদ্ধতি ফলে ও দুশ্চিন্তার (মূলত) কারণেই যে এই দুটি রোগের উদ্ভব হয় তা আজ প্রায় সকলেরই জানা যায়। যার আসল কারণ হল 'অনিশ্চয়তা' - তা অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক যে কোনও প্রকার হতেপারে।

আদিম গুহামানবের জীবন ছিল গভীর অনিশ্চয়তার ভরা। তাকে নিশ্চয়তার প দিতেই মানুষ সৃষ্টি করেছিল 'সভ্যতা' ন ামক ব্যবস্থার। যার বিভিন্ন নিয়ম ও শৃঙ্খলার দ্বারা জীবনযাপনকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলাই ছিল সভ্যতার অ াসল উদ্দেশ্য। ক্রমউন্নতিমান এই মানবসভ্যতা, নিজ উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে, সামগ্রিক উন্নতিসাধনের পথ ছেড়ে, ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, জনজীবনে বিভিন্নপ্রকার অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে -- একথা ঠিক। আবার কিছু দ ার্শনিকের মতে, অনিশ্চিত জীবনযাপই মানবসভ্যতাকে চরম নিশ্চয়তার পথ দেখাতে পারে।

বিশাল পৃথিবীব্যাপী আদি - অন্তহীন সুবৃহৎ মানবসভ্যতার নিশ্চয়তা - অনিশ্চয়তার মাপ, পরিমাপ ও সমাধানের জন্য বহু বড় বড় গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীরা আছে। যার বিশ্লেষণ ও উপায় খোঁজার মতো বাতুলতা, স্পর্ধা বা ইচছা আমার নেই। আদ্যন্ত বাঙালী হিসাবে, বাংলাদেশের জলহাওয়ায় বসবাস করে, আমাদেরই বঙ্গজীবনে, আমাদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার অনিশ্চয়তার ব্যাপারে আপাতত যতটা সম্ভব আলোচনা করা যাক।

মুক্ত বাজারনীতি ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে বাঙালী সমাজজীবনে এক আমূল পরিবর্তন স্পষ্টতই দৃশ্য হয়। 'কর্মবিমুখ জ্যাতি' আখ্যা ঘোচাতে বাঙালী আজ বড়ই ব্যস্ত। এখন বাঙালীর আর পাড়ায় আড্ডা দেওয়ার বাতিক নেই, ফুটবল দল নিয়ে অহেতুক মাতামাতির পাগলামো নেই, দেশীয় রাজনীতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে যোগ দেওয়ার প্রবণতা নেই -- এরকম প্রচুর নেই -এ ভরেযাওয়া বঙ্গজীবন, অজান্তে বড় দ্রুত মানবজীবনের প্রকৃত রসবোধ ত্যাগ করে অবলীলায় সমাজজীবনের এক গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টিকরছে। এ কথা অত্যুক্তি নয়। এই অনুসরণ ও অনুকরণ ম ানবধর্মের বিপক্ষে। মানুষে মানুষে বৈরিতা ও সম্ভাব - দুই সমাজজীবনের অঙ্গ। সত্যের উপলব্ধি, নীতির আদর্শ নীতি - এইসব ভারী কথাগুলোকে না হয় বাদ দেওয়াই গেল। কিন্তু তা বলে 'মানবতাবোধ' -- যা সূক্ষ্ম অথবা মোটা, যা সম াজধর্মের প্রকৃত ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যায়, তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে, এও বাঞ্ছনীয় নয়। এই মানবতাবোধ তাই খবরের কাগজের বড় হেডলাইন হয়ে আমাদের জানান দেয়--- এই কলকাতা মহানগরীর বুকেই প্রকাশ্য দিবালোকে সদ্য জন্ম নেওয়া মানবশিশুকে ডাস্টবিনে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায় রাস্তার কুকুর। অথচ এমনটি কিন্তু ছিল না। অপরের সুখ - দুঃখে, আনন্দে অথবা চিন্তায় সমভাবে অংশগ্রহণই ছিল বাঙালী জাতির নিজস্ব স্বভাবধর্ম। কিসের নেশায় নিজ ধর্ম ত্য াগ করে, জাতির বিকাশ ও অগ্রগতিকে চরম অনিশ্চয়তার পথে আমরা চালনা করছি, তা নিশ্চিতভাবেই দুশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটায়।

সাম্যবাদ না সাম্রাজ্যবাদ, ঠিক কোন্ পথে জাতির প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব, তা নিয়ে রাজনীতিবিদেরা চায়ের পেয়ালা হাতে, বিতর্কসভায় নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশের মধ্যেই বিতর্কের ঢেউ তুলে দিতে অবশ্যই পারেন, কিন্তু একথা প্রকৃত সত্য যে আমরা বাঙালী জাতি আসলে মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে সাম্যবাদের বৃহৎ আদর্শ বা মুক্তির উদ্দেশ্যের ছোঁকছোকানিও যেমন আছে, আবার সাম্রাজ্যবাদী বস্তুতান্ত্রিক সমাজের ভোগবাদের লালসাও আমরা সযত্নে মনের গভীরে পোষণ করি। কী চরম দ্বন্দ্ব! যারা একদিকে সমাজতান্ত্রিক জাতি হিসেবে পরিচিতি চায়, অর্থনৈতিক উন্নতির ম

াপকাঠির বিচারে তাদেরই আদর্শ সাম্রাজ্যবাদী প্রথম ঝি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের এই 'ধরি মাছ, না ছুঁই প ানি' -- গোছের হাবভাব, আসলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মধ্যপন্থায় ঝিাসী। আচ্ছা, না হয় মধ্যপন্থা-ই জিন্দাবাদ। প্রথম বিশ্বের জনসাধারণের মতো আর্থিক উন্নতিসাধনই যখন আমাদের একান্ত লক্ষ্য, ভোগবাদের সমস্ত উপকরণই যখন আমাদের চাই, অথচ সেইমতো পরিকাঠামো তৈরিতেও আমাদের অনীহা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজের প্রতি প্রকৃত নজর দেওয়াতেও আমাদের উদাসীনতা, এ ধরনের রীতি ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। আর গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্নচিহ্ন থাকার জন্যই, মানুষ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আস্থা হারিয়ে, উদ্দেশ্যবিহীন রাজনৈতিক যোগদানে ক্রমশই অনিচ্ছুক হতে হতে, রাজনীতিবিমুখতার পরিচয় দিচ্ছে। শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ, জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালির বেছে নেওয়া এই পন্থা, সমাজজীবনের উন্নতিসাধনের অন্যতম ধারা রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবনে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে।

অথচ রাজনীতির প্রকৃত চর্চা, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ, যে জাতির রক্তে, সেই জাতির জীবনে ইদানিংকালে সৃষ্ট র াজনীতিবিমুখতা কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নিদাণ অনিশ্চয়তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইঁদুর দৌড়ে সামিল হওয়া বিভ্রান্ত বঙ্গ জীবন বড় দ্রুত পাল্ট াচ্ছে। সেই দৌড়ের শেষ ঠিক কোথায়, প্রকৃত লক্ষ্য অথবা পরিণতিই বা কি, সেটাই যে জানা নেই। আর জানা না থাকার ফলে, পাল্টে যাওয়া জীবনবোধ থেকে পুরানো অনেক কিছুই চলে যাচ্ছে বাতিলের খাতায়। এই কয়েকবছর আগেও, বাঙালী সমাজজীবনে 'পাড়া' বলে একটা বিষয় ছিল, যেখানে একান্ত নিজস্ব সমাজের সঙ্গে স্ব স্ব এলাকায় প্রতিটি বাঙালীর আত্মিক যোগাযোগ ছিল। যে যোগাযোগের বন্ধন ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। পাড়ার ক্লাব, খেলাধূলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিক্‌নিক্‌, নির্মল আড্ডা - - এসবের মধ্যেই বাঙালী ছিল একান্তভাবেই একে অপরের পরিপূবক। আনন্দ অনুষ্ঠানে হার্দিকভাবে যোগ দেওয়ার প াশাপাশি, বিপদের দিনেও দুঃখ ভাগ করে নেওয়াই ছিল বাঙালীর প্রকৃত সমাজবোধ। যে সমাজধর্মের ফলে শ্রদ্ধা, ভ ালোবাসা, দায়িত্ব, সম্মানবোধ ইত্যাদি ছিল বাঙালীর নিজস্ব সহজাত চেতনা। বহু বিতর্কিত ও গবেষণার বিষয়বস্তু 'একান্নবর্তী পরিবারের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে পরিবর্তন' - এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালী সমাজজীবন থেকে এই 'প াড়া' নামক বোধটি ধূসর থেকে ধূসরতর হতে হতে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত বাঙালীর পাড়ার সময় কাটানোর হুজুগ এখন অনেক কম। হুজুগে বাঙালী ব্যস্ত এখন শপিং মলে, স্বাস্থ্যরক্ষার্থে জিমে, অথবা সপ্তাহান্তে নাইটক্লাবে। হা রিয়ে যাওয়া 'পাড়াবোধ' ও নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির সৃষ্টি জনজীবনে অনিশ্চয়তা তৈরির সপক্ষেই যায়। স্বাভাবিক ভ াবেই, কিডন্যাপ, ডাকাতি, ধর্ষণ, ছিনতাই অথবা মার্ডারই বস্তুত এখন প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই, বাতিলের খাতায় আলোচনায় আসে চলে আসে বাঙালীর এককালের সমাজজীবনের একান্ত অঙ্গ ফুটবল খেলার কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনেও যে ফুটবলের প্রভাব পড়েছিলো তৎকালীন মোহনবাগান দলের কাছে ইংরেজ দলের হারের মাধ্যমে, এবং পরবর্তীকালে দেশভাগের পর 'ইলিশ বনাম চিংড়ির' যে লড়াই ছিল বাঙালীর নিজস্ব তৃপ্তি; সেই বাঙালীর ফুটবল জীবনেও যে গভীর অনিশ্চয়তা থাবা বসিয়েছে, একথা প্রতিটি বাঙালীই স্বীকার করবেন। দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, তা দৃঢ়ভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে। একটা সময় ছিল, যখন কলকাতাকে বলা হতো ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বহু বিখ্যাত বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়ের হাত ধরে ভ ারতীয় ফুটবল দল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু সাফল্য লাভ করেছে। আমরা জানি, ভারত ফুটবলে এশিয়াড চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল, অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলো, এমনকি ঝিকাপ খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেছিলো। অথচ খেলার মান দিনকে দিন এত নিম্নগামী হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ, যে সমস্ত প্রতিবেশী দেশ একসময় ভারতীয় ফুটবলদলের কাছে বেশ বড় ব্যবধানে হারত, তাদের কাছেই ইদানিং লজ্জাজনকভাবে হেনস্থা হতে হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দলকে। বলাব াহুল্য, সেই সমস্ত চ্যাম্পিয়ন দলেও যে ছিলেন প্রচুর প্রতিষ্ঠিত বাঙালী ফুটবল তারকা, আজকের দলেও মজুত আছেন সেই জাতিরই অনেক প্রতিনিধি। অবশ্য, সংগঠকরা বলতে পারেন, বাঙালীর অতিরিক্ত ক্রিকেটমনস্কতা এবং আরও অনেক কারণ বা অকারণ এক্ষেত্রে দায়ী। এ আসলে প্রকৃত দায়িত্বপালনে ব্যর্থতারই পরিচয়। যতই তারা নিজেদের সপক্ষে যুক্তি তৈরি কন, একথা অনস্বীকার্য, ঝিফুটবলের সঙ্গে পালা দিয়ে পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের অনীহাই যে

ফুটবলের মক্কার অধঃপতন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অত্যন্ত বাস্তবিক ভাবেই খেলার মাঠে ভিড় কমছে। এহেন উদাসীনতা, জাতির মেদণ্ড গঠনে অক্ষমতা, প্রকৃতপক্ষে সমাজজীবনে গভীর অনিশ্চয়তারই জন্ম দিচ্ছে।

প্রকৃত সংসারধর্ম পালনের জন্য, বিবাহ পরবর্তী জীবনকে নিশ্চয়তা দানের জন্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী এবং পুষ উভয়কেই আপোশ করতে হয়। স্ব - স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, আপোষহীন বর্তমান প্রজন্মের বাঙালী পুষ ও নারী, আর্থিক বা সামাজিক স্বাধীনতার নামে, Marriage is an institution -এই প্রথাকে ভেঙে ফেলার অবচেতন ইচ্ছে পোষণের মাধ্যমেও যে সমাজজীবনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছে, একথাও সত্য। এ ব্যাপারেও আমরা প্রথম বিশ্বের অনুকরণে একান্তভাবেই সফল। তাই বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাও পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অথচ 'বাঙালী জাতির নিশ্চিত বৈবাহিক জীবন' একসময় বা এখনো, প্রথম বিশ্বের মানুষের গবেষণার বিষয়বস্তু। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! একেকটি বিবাহ বিচ্ছেদ, সংশ্লিষ্ট নারী ও পুষ ছাড়াও তাদের সন্তান অথবা পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনকে কী মারত্মক প্রভাব ফেলে, তা জানা সত্ত্বেও আমাদের এইরূপ আচরণ, সত্যই বোধগম্য নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, মতের অমিল, বিবাহিত জীবনের সুখ - দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার অনিশ্চয়তা এবং কিছুটা হলেও আর্থিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তার জন্যই যে 'বিবাহ নামক প্রথা' অনিশ্চয়তার কবলে পড়েছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের শতাংশ হার, ঠিক পশ্চিমী সভ্যতার মতো অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে, তা অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। উদার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের পথে হাঁটার ফলে চাকুরী জীবনের নিরাপত্তার হাতছানি ছাড়াও,বাঙালী জনজীবনে ইদানীংকালে অন্য অনেক অর্থ উপার্জনের পথ, সমাজের প্রকৃত আর্থিক উন্নয়নের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য কিনা, 'অর্থনীতি' নামক শাস্ত্রে তার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি, তার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সাজানোর দায়িত্ব বর্তায়, বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের ওপর। সে দায়িত্ব, এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের নয়। তবে, বর্তমান যুগের বাঙালী জাতির বিবাহের প্রতি অনীহার একটি কারণ যে এই আর্থিক স্বাধীনতা বা নিরাপত্তাবোধ, তা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বা পলায়নের পথ খোঁজে এবং ফলস্বরূপ 'লিভ টুগেদার' আজ জাতির জীবনের প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ, কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়।

হয়ত বা সমাজজীবনে সৃষ্টি এই প্রকার বহু অনিশ্চয়তা সম্পর্কে বাঙালী জনমানস অবচেতনভাবে মনের গোপনে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সর্বত্রই একটা কী হয় কী হয় ভাব, একটা গেল গেল রব। অথচ এই গভীর সমস্যার সমাধানের প্রকৃত উপায় খুঁজতে অপারগ বাঙালী, নিজের ভাগ্যকে সমর্পণ করছে অদৃষ্টের হাতে, কুসংস্কারের অন্ধকূপে। স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বর্তমানে চিনদেশ থেকে আমদানীকৃত বাস্তুতন্ত্রের ব্যবসার বড়ই বাড়বাড়ন্ত। তৎকালীন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির দ্বারা দলিত সমাজের উন্নতিসাধনে, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করতে, এককালে বহু বাঙালী মনীষী একান্ত গভীরভাবে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, জনমানসকে প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। কিন্তু তাঁদের দেখানো পথে হাঁটা তো দূরস্থান, আমাদের এখন একমাত্র আশা ভরসা জ্যোতিষবিদ্যা এবং জ্যোতিষবিশেষজ্ঞের প্রেসক্রিপশন, অথবা প্রচার মাধ্যমের অর্থাৎ টিভির অধিকাংশ চ্যানেলজুড়ে আলোচতি জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞের টেলিফোনিক মূল্যবান পরামর্শ। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই ভয় ভাব বা অনিশ্চয়তাবোধ থেকেই, জাতির জীবনে ইনসিয়োরেন্স কোম্পানীগুলিও এই জনজীবনে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার পরদা তুলে তাই একান্তভাবেই সফল।

'অনিশ্চিত জীবনযাপনই নিশ্চিত জীবনযাপনের এক মাত্র পথ' -- কিছু দার্শনিকের এই অভিমতকে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়ে বর্তমানে বাঙালী সমাজ, নিয়ম ও শৃঙ্খলার স্বাভাবিক বন্ধন দ্বারা সৃষ্ট 'সভ্যতা' নামক ব্যবস্থার একঘেয়ামি দূর করতে, অনিশ্চিত জীবনযাপনকেই শ্রেয় মনে করছে। স্বভাবতই, দেশীয় জনজীবনে ও আন্তর্জাতিক স্তরে, 'বাঙালীর বাঙালীয়ানা' অদূর ভবিষ্যতে আদৌনিজস্বতা বজায় রাখতে পারবে কিনা, তা সত্যিকার গবেষণার অবকাশ রাখে।

আলো